প্যারাগুয়ের জালে ব্রাজিলের গোল উৎসব

ম্যাচজুড়ে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে অসাধারণ জয় উপহার দিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল তিতের দল। গোলও পেয়েছে একের পর এক।

বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে ব্রাজিলের বেলো হরিজন্তেতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তিনটি গোল করেন রাফিয়ান, ফিলিপে কৌতিনিয়ো ও আন্তোনি। শেষ গোলটি করেন রিয়েল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার রদ্রিগো।

আগের ম্যাচে একুয়েডরের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল ব্রাজিল।

প্যারাগুয়ের পরাজয়ের ফলে কাতার বিশ্বকাপে তাদের খেলার আশা শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিলের অবস্থান আরও দৃঢ় হয়েছে।

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বের পর্বে ১৫টি খেলায় কোনো পরাজয় ছাড়াই শীর্ষে রয়েছে এবং বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ৬১টি ম্যাচে তাদের অপরাজিত থাকার রেকর্ড করলো ব্রাজিল।

ধোনিকে নিয়ে ফের বিতর্কিত মন্তব্য হরভজনের

মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে ফের মুখ খুললেন হরভজন সিং। তিনি বলেছেন, ধোনির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ বা কোনো অভিযোগ নেই। ধোনি তার ভাল বন্ধু।

৪১ বছর বয়সি হরভজন গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন হরভজন। তবে এই অফ স্পিনার মনে করেন তিনি বিসিসিআই-এর সমর্থন পাননি। সেই কারণেই তাকে অনেক আগে খেলা থেকে বিরতি নিতে হয়।

মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাপারে তার কি কোনো অভিযোগ আছে?

হরভজন বলেন, আমি তো ধোনিকে বিয়ে করিনি! ধোনির বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং এত বছর ধরে আমরা দুজনে ভাল বন্ধু। বিসিসিআই-এর কাছে আমার অভিযোগ আছে। যাকে আমি সেই সময়ের সরকার বলি। সেই সময়ের নির্বাচকরা তাদের কাজের প্রতি সুবিচার করেননি।

তিনি আরও বলেন, যখন দলে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা ভাল পারফর্ম করছে, তখন দলে নতুন ছেলে আনার কী দরকার ছিল? একবার আমি নির্বাচকদের কাছে সেটা নিয়ে বিরোধিতা করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ‘এটা আমাদের হাতে নয়’। উত্তরে আমি তাদের বলেছিলাম তাহলে আপনি আবার কিসের নির্বাচক।

নাদালের ইতিহাস

প্রথম সেটে পাত্তাই পাননি রাফায়েল নাদাল। দ্বিতীয় সেটে ৪-১ গেমে এগিয়ে গিয়েও হারলেন টাইব্রেকারে। ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন তখন যেন দূর আকাশের তারা। কিন্তু খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে স্পেনের ‘এল ম্যাটাডর’ মেলে ধরলেন অভিজ্ঞতার সব রসদ।

প্রত্যাবর্তনের রূপকথা লিখে গড়লেন নতুন ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রবিবাসরীয় ফাইনালে রোমাঞ্চকর, শ্বাসরুদ্ধকর, অবিশ্বাস্য এক লড়াইয়ের সাক্ষী হলো টেনিসবিশ্ব। ৫ ঘণ্টার ২৪ মিনিট স্থায়ী মহাকাব্যিক লড়াইয়ে রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে ২-৬, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৪, ৬-৪, ৭-৫ গেমে হারিয়ে ক্যারিয়ারের ২১তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা উঁচিয়ে ধরলেন ৩৫ বছর বয়সি নাদাল।

রজার ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচকে ছাড়িয়ে পুরুষ এককে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটি একান্ত নিজের করে নিলেন স্প্যানিশ

মহাতারকা। এতদিন তিনজনের ঝুলিতেই ছিল সমান ২০টি করে গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি।

ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভ গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে হেরেছিলেন জোকোভিচের কাছে। এবার প্রথম দুই সেট জিতেও ফের স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশায় পুড়তে হলো তাকে। এবার পাঁচ সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে পরতে পরতে ছিল উত্তেজনা। শুরুটা নড়বড়ে হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নাদাল হয়ে ওঠেন বিধ্বংসী।

তিন মাস আগেও চোটের থাবায় ক্যারিয়ার শেষের শঙ্কা জেগেছিল যার মনে সেই নাদালই কাল শারীরিক-মানসিক সব বাধা টপকে ফেটে পড়লেন ইতিহাসের নতুন চূড়ায় পা রাখার উল্লাসে।

১৩ বছর পর আবারও বসলেন মেলবোর্নের মসনদে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এটি নাদালের দ্বিতীয় শিরোপা। প্রথমটি জিতেছিলেন সেই ২০০৯ সালে। মেলবোর্নে দ্বিতীয় বাছাই মেদভেদেভের প্রথমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে চার গ্র্যান্ড স্লামের প্রতিটিই একাধিকবার করে জেতার রেকর্ডও হয়ে গেল নাদালের। ২১ গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফির ১৩টিই তিনি জিতেছেন নিজের দুর্গ ফরাসি ওপেনে। এছাড়া চারবার ইউএস ওপেন ও দুবার জিতেছেন উইম্বলডন।

পুরুষ এককে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়

রাফায়েল নাদাল ২১টি

রজার ফেদেরার ২০টি

নোভাক জোকোভিচ ২০টি

পিট সাম্প্রাস ১৪টি

ভারতের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ

বাংলাদেশ যুবাদের

প্রথমে ব্যাট করে ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ যুবারা। শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা মুছে গেল বাংলাদেশের। গত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ছিল টাইগার যুবারা।

এবারও আশা ছিল তেমন কিছুর। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা আর থাকছে না বাংলাদেশের যুবাদের।

শনিবার রাতে অ্যান্টিগায় রাকিবুল হাসানের দল ভারতের কাছে হেরেছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে।

আগে ব্যাট করে ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। জবাব দিতে নেমে ১১৫ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

এদিন ভারতের বিপক্ষে শুরু থেকেই ধুঁকতে থাকে জুনিয়র টাইগাররা। দলীয় মাত্র ১২ রানের মধ্যে দুই ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম ও ইফতেখার হোসেনের উইকেট হারিয়ে ফেলে টাইগাররা। মাহফিজ ২ ও ইফতেখার ১ রান করে রবি কুমারের বলে আউট হন।

সেই যে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে টাইগাররা। এরপর আর সেখান থেকে ওঠে দাঁড়াতে পারেনি তারা।

পরে ব্যাট করতে আসা প্রান্তিক নাবিল ৭, আইচ মোল্লা ১৭, আরিফুল ইসলাম ৯, ফাহিম ০ ও অধিনায়ক রকিবুল হাসান ৭ রান করে ফেরেন।

এরপর দলের কিছুটা হাল ধরেন মেহরাব। তিনি ৪৮ বল খেলে ৩০ রান করেন। দলের সর্বোচ্চ রান আসে তার ব্যাট থেকেই। এছাড়া আশিকুর জামান ১৬ ও তানজিম হাসান ২ রান করে আউট হন। ২ রান করে অপরাজিত থাকেন রিপন মণ্ডল।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট তুলে নেন রবি কুমার। তিনি মাত্র ১৪ রান দিয়ে উইকেটগুলো নিজের ঝুলিতে পুড়েন। ২৫ রান খরচায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুটি উইকেট তুলে নেন ভিকি ওসওয়াল।

সাকিবের মুখে হাসি ফোটালেন বোলাররা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার দিনের প্রথম ম্যাচে খুলনা টাইগার্সকে ১৭ রানে হারিয়েছে ফরচুন বরিশাল।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৪১ রানে থামে বরিশাল। কিন্তু এই অল্প রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১২৪ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। ফলে দুর্দান্ত জয় তুলে নেয় বরিশাল।

এ ম্যাচটির আগে টানা দুটি ম্যাচে হারে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। আর টানা দুটি ম্যাচে হারায় পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে চলে যায় তারা।

আজও অল্প রান করার পর মনে হয়েছিল বরিশাল হয়তো টানা তৃতীয় ম্যাচে হারবে। তবে সেটি হয়নি। বোলাররা তাদের কাজটি ঠিক মতো করে দলকে জয় এনে দিয়ে অধিনায়ক সাকিবের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

বরিশালের দেয়া ১৪২ রানের টার্গেটে প্রথমেই হোঁচট খায় খুলনা। বরিশালের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলা মুজিব উর রহমান নিজের প্রথম ওভারেই দুটি উইকেট তুলে নেন।

এরপর মেহেদি হাসান রানা ১৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নেন। এতে করে খুলনা আর লক্ষ্যে পৌছোতে পারেনি।

ম্যাচটিতে খুলনার হয়ে ৩৬ বল খেলে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন মুশফিকুর রহিম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ বলে ২৩ রান করেন ইয়াসির আলী।

অন্যদিকে বরিশালের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন ক্রিস গেইল। তিনি ৩৪ বলে এই রান করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন তৌহিদ রিদয়।

খুলনার হয়ে বোলিংয়ে দুটি করে উইকেট তুলে নেন কামরুল ইসলাম রাব্বি, থিসারা পেরেরা ও ফরহাদ রেজা।

নিজেদের মাঠেই হেরে গেল চট্টগ্রাম

ঘরের মাঠে নেমেই হেরে গেল চট্টগ্রাম। ঢাকায় পরপর দুই ম্যাচে টানা জয়ের পর ঘরের মাঠে খেলতে নেমে পরাজয় দেখল মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন দলটি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলমান সপ্তম আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বরিশালের বিপক্ষে হেরে যায় চট্টগ্রাম। এরপর টানা দুই ম্যাচে ঢাকা ও খুলনার বিপক্ষে জয় পায় চট্টগ্রাম।

শুক্রবার চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে খুলনার বিপক্ষে খেলতে নামে চট্টগ্রাম। ঘরের মাঠে চট্টগ্রামকে হারিয়ে আগের ম্যাচের পরাজয়ের শোধ নেয় মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বাধীন দলটি।

এদিন টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩ রানেই ওপেনার কেনার লুইসের উইকেট হারায় চট্টগ্রাম। তিন নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নেমে উইল জ্যাকসকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়েন আফিফ হোসেন।

এরপর সময়ের ব্যবধানে উইকেট হারায় চট্টগ্রাম। ২৮ রান করে ফেরেন জ্যাকস। ৩৭ বলে তিন চার ও দুই ছক্কায় ৪৪ রান করেন আফিফ। ইনিংসের শেষ দিকে নাঈম ইসলামের ১৯ বলে অপরাজিত ২৫ রানে ভর করে ৮ উইকেটে ১৪৩ রান তুলতে সক্ষম হয় চট্টগ্রাম।

খুলনার হয়ে ৩ ওভারে ১৮ রান খরচ করে ৩ উইকেট নেন লংকান তারকা অলরাউন্ডার থিসেরা পেরেরা।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে খুলনা। দলের জয়ে ৪৭ বলে ৫৮ রান করেন ওপেনার আন্দ্রে ফ্লেচার। ৩০ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স: ২০ ওভারে ১৪৩/৮ (আফিফ হোসেন ৪৪, উইল জ্যাকস ২৮, নাঈম ইসলাম ২৫*; থিসেরা পেরেরা ৩/১৮)।

খুলনা টাইগার্স: ১৮.৫ ওভারে ১৪৪/৪ (আন্দ্রে ফ্লেচার ৫৮, মুশফিকুর রহিম ৪৪*, সেকুজি প্রসন্ন ২৩; মেহেদি হাসান মিরাজ ২/২৪)।

ফল: খুলনা টাইগার্স ৬ উইকেটে জয়ী।

মেসিহীন চিলির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়

চিলির মাঠে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার ভোরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে জেতালেন ডি মারিয়া ও লাউতারো মার্টিনেজ। দলে লিওনেল মেসি নেই। কিন্তু তাতে আর্জেন্টিনার জয় পেয়েছে। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছে ২-১ গোলে।

করোনাভাইরাস থেকে সেরে উঠলেও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি লিওনেল মেসি। তাই তাকে এবারের বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে না খেলানোর অনুরোধ করেছিল প্যারিস সেন্ত জার্মেই। আর্জেন্টিনা সেই ‘ডাকে’ সাড়া দিয়ে বাইরে রেখেছে তাদের অধিনায়ককে। যদিও দলের সেরা খেলোয়াড়কে ছাড়াই চিলি জয় করেছে আলবিসেলেস্তেরা।

কালামার ম্যাচে আনহেল দি মারিয়ার গোলে শুরুতে এগিয়ে গেলেও স্বাগতিকরা ম্যাচে ফিরতে সময় নেয়নি। বেন ব্রেরেতন দিয়াসের লক্ষ্যভেদে সমতায় ফেরে চিলি। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগেই ব্যবধান আবার বাড়িয়ে নেয় আর্জেন্টিনা। লাউতারো মার্তিনেসের ওই গোলে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্জেন্টিনা।

এ নিয়ে টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকলো আর্জেন্টিনা। একই সঙ্গে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলো। ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট আলবিসেলস্তেদের। এক ম্যাচ বেশি খেলা চিলি ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

মারা গেছেন এক ইনিংসে ৪২৮ রান করা সেই ক্রিকেটার

টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে ৪০০’রও বেশি রান করে ইতিহাস গড়েছেন মাত্র দুজন তারকা। দুজনই পাকিস্তানি- হানিফ মোহাম্মদ এবং আফতাব বালুচ।

যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নয়। তাদের রেকর্ডটি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে।

সেই দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটারের একজন আফতাব বালুচ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন পরকালীন জগতে। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বরাতে আফতাব বালুচের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

এক শোকবার্তায় পিসিবির চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছেন, ‘আফতাব বালুচের মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি যখন ক্রিকেটে বেড়ে উঠছিলাম, তখন আফতাব বালুচ ছিলেন অনেক বেশি জনপ্রিয় ক্রিকেটার। শুধু একাই আমি তাকে দেখে বড় হইনি, তার শেষ বেলায় তার বিপক্ষে খেলেছিলামও।’

১৯৭৩-৭৪ সালে কায়েদ-ই আজম ট্রফিতে এক ইনিংসে একাই ৪২৮ রানের বিশাল এক ইনিংস খেলেছিলেন আফতাব।করাচিতে সিন্ধ প্রদেশের হয়ে ইনিংসটি খেলেছিলেন বেলুচিস্তানের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে অধিনায়কত্বও করেন তিনি। তরুণ জাভেদ মিয়াঁদাদের সঙ্গে ১৭৪ রানের জুট গড়েছিলেন আফতাব। জাভেদ মিয়াঁদাদের ৮ম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ছিল সেটি।

আফতাবের ৪২৮ রানে ভর করে সিন্ধ প্রদেশ ওই ম্যাচে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৫১ রান করে বেলুচিস্তানের বিপক্ষে।

ক্যারিয়ারে এটাই আফতাবের সেরা ইনিংস। জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলতে পেরেছেন মাত্র দুটি।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে আফতাদের প্রথম শ্রেণির অভিষেক হয়। প্রথম ম্যাচেই তিনি জানিয়ে দেন, নিজের আগমণী বার্তা। অপরাজিত ৭৭ রান করার পাশাপাশি নেন ১২ উইকেট। ১৯৬৯ সালে যে পারফরম্যান্সের ওপর ভর

করে হায়দরাবাদ ব্লুজের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়ে যায় পিডব্লিউডি।

সে সময় পাকিস্তানের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটা ছিল দুর্বোধ্য ব্যাপার। সে সময় সাকিব মাহমুদ, মাজিদ খান, জহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল, মুস্তাক মোহাম্মদ এবং তাদের পরপরই জাভেদ মিয়াঁদাদদের মতো তারকারা খেলত দলটিতে।

১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পর তিনি দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সুযোগ পান ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে। ওই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রান করে পাকিস্তানকে ড্র করতে সহায়তা করেন।

বোর্ডের সঙ্গে ২ দফা মিটিং, তারপরও তামিমের না

চোটের কারণে ২০২১ সালের বড় এক অংশ কেটেছে মাঠের বাইরে। ২০২২ সালের শুরুতেই তামিম ইকবাল নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানানোর মত এক সিদ্ধান্ত। বিসিবির সঙ্গে বারবার বৈঠকের পরও তামিম তার সিদ্ধান্তে অনড় বলে জানা গেছে।

বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেন, ‘২৪ জানুয়ারি তামিমের সাথে আমাদের লম্বা একটা মিটিং হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি আবারও বোর্ড সভাপতিসহ আমাদের একটা মিটিং হয়েছে- তামিম ও তার পরিকল্পনা নিয়ে।

তামিম তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই ক্রিকেট ক্যারিয়ারের বাকি সময়টুকু সাজাতে চান, যেখানে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির জন্য কোনো জায়গা নেই। জালাল ইউনুস বলেন, ‘তামিমের পরিকল্পনাটা আমি বলতে পারছি না, আপনারা তামিমের মুখেই শুনতে পারবেন। তবে তার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে। সে সেভাবেই এগোতে চাচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে আমরা এখনই কিছু বলতে চাচ্ছি না।’

তিনি আরও বলেন ‘অবশ্যই, আমরা তো চাই তামিম টি-টোয়েন্টি চালিয়ে

যাক। এটা আমি আগেও বলেছি- তামিম সাকিব, মুশফিক, রিয়াদ ওরা এখনও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তামিমের সাথে কথা বলেছি।’

শাহীন আফ্রিদি একজন ভালো অধিনায়ক হবে: ফখর জামান

পাকিস্তানের জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার ফখর জামান এবারের পাকিস্তান সুপার লিগের (পিসিএলে) ফ্র্যাঞ্চাইজি লাহোর কালান্দার্সের (এলকিউ) হয়ে খেলবেন। এই টপ অর্ডার ব্যাটার তার নতুন অধিনায়ক ও তরুণ শাহীন শাহ আফ্রিদির অধীনে একটি নতুন লাহোর কালান্দার্স নিয়ে আশাবাদী। শাহীন আফ্রিদি একজন ভালো অধিনায়ক হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ৩১ বছর বয়সি ফখর জামান বলেন, আমি আশা করি শাহীন শাহ আফ্রিদি লাহোর কালান্দার্সের ভক্তদের হতাশ করবে না এবং অবশ্যই ভক্তদের ভালো কিছু দেবে।

তিনি বলেন, আমাদের ভক্তরা খুব সাহসী এবং বড় হৃদয়ের অধিকারী। তারা আমাদের সর্বদা সমর্থন করে আসছে। দলটি নিয়ে আমি খুব আত্মবিশ্বাসী কারণ আমরা একজন নতুন অধিনায়কের অধীনে আছি, যিনি খুব উদ্যমী। জামান বলেন, আমি শাহীন আফ্রিদিকে অনেক দিন ধরে চিনি, আমি আশা করি সে একজন ভালো অধিনায়ক হবে। সে খুব দ্রুত শিখবে এবং লাহোর কালান্দার্সের ভক্তদের নিরাশ করবে না।

তিনি বলেন, আমি আশা করি তার অধিনায়কত্ব লাহোর কালান্দার্সের ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে। ফখর বলেন, পিএসএল টুর্নামেন্টে খেলোয়াড় এবং ভক্তদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত ক্রিকেট ইভেন্ট, এবারের শীর্ষ স্কোরার হওয়ার জন্য এবং টুর্নামেন্টে ভালো খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

তিনি বলেন, আমি কখনও পিএসএলে শীর্ষ রান সংগ্রকারী হতে পারিনি।

তবে এবার আমি পিএসএলে টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটারের পুরস্কার জিততে চাই এবং আমি অবশ্যই আমার দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করার চেষ্টা করব। ২০২১ সালের কথা স্মরণ করে ফখর বলেন, পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য একটি স্মরণীয় বছর ছিল ২০২১ সাল। কারণ দলের সবাই ভালো করেছে এবং পাকিস্তান অনেক ম্যাচ জিতেছে।

ফখর বলেন, পাকিস্তান দল যেভাবে একত্রিত হয়েছে, তা সত্যি অসাধারণ এবং প্রতিটি খেলোয়াড় একে অপরকে সমর্থন করছে। তিনি সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের প্রশংসা করে বলেন, বাবর নিজের পারফরম দ্বারা সবার জন্য একটি মান তৈরি করেছেন। সবাই তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়।

তিনি বলেন, এটি একটি ভালো লক্ষণ যে, আমাদের দলে অনেক ম্যাচ বিজয়ী রয়েছে, আমাদের বোলিংয়ে শীর্ষ পারফরমার রয়েছে, ভালো মানের ব্যাটার রয়েছে এবং এটি সত্যিই উপভোগ্যের বিষয় দলের জন্য। তিনি আরও বলেন, আমি বেশ উপভোগ করছি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য এ দলের সঙ্গে থাকতে চাই এবং পাকিস্তানের সাফল্যে আরও অবদান রাখতে চাই।